ইত্তেফাক

তারিখ ২৫।১২।৮৩
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

182

সমস্যার আবর্তে নবজাতীয়কৃত ৬৬টি কলেজ

শিক্ষা জাতীয়করণ নীতির ভিত্তিতে গত তিন বৎসরে সরকার দেশের মোট ৬৬টি কলেজকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করিয়াছেন। শিক্ষকসহ দেশের বিভিন্ন মহল সরকারের শিক্ষা জাতীয়করণ নীতিকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। অথচ জাতীয়করণের ফলে উদ্ভুত সমস্যাবলীর আবর্তে পড়িয়া এই নবজাতীয়কৃত ৬৬টি কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারিগণ হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের সমস্যাবলী সমাধানের আশু প্রচেষ্টার কোন লক্ষণই সরকারী মহলে পরিলক্ষিত হইতেছে না। শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্যতম প্রধান দাবী, চাকুরীর পূর্ণকাল গণনা করিয়া মানক্রম ও বেতনক্রম নির্ধারণ। কারণ স্বাধীনতার পর জাতীয়কৃত সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পূর্ণ চাকুরীকালই গণনা করা হইয়াছে, অথচ শিক্ষকদের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানোর চেষ্টা করা হইতেছে। উল্লেখ্য, সরকার তাঁহাদের চাকুরীকালের অর্ধেক গণনা করার নীতি প্রণয়নের জন্য কাজ করিতেছেন। সরকার সর্বশেষ কলেজে চাকুরীকালীন সময়ের ৫০% গণনা করা এবং সর্বশেষ কলেজের পূর্বে অন্যান্য কলেজে অর্জিত চাকুরীকাল গণনা হইতে বাদ দেওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অথচ ৪-১২-৭০ তারিখে ইস্যুকৃত শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সার্কুলার অনুযায়ী সরকার ঐ সময়ে জাতীয়কৃত কলেজগুলির শিক্ষক ও কর্মচারীদের সর্বশেষ ও পূর্বের সকল কলেজে চাকুরীর অভিজ্ঞতা ও পূর্ণ চাকুরীকাল গণনা করিয়াছেন। তাই শিক্ষকদের দাবী উক্ত সার্কুলার মোতাবেক সর্বশেষ ও পূর্ববর্তী কলেজে প্রদত্ত সেবা গণনায় অবশ্যই ধরিতে হইবে। দুই-তিন বৎসর পূর্বে জাতীয়কৃত কলেজগুলিসহ ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ সর্বশেষ জাতীয়কৃত কলেজগুলির শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনক্রম নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষের কোন প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হইতেছে না। অথচ ঢালাওভাবে সকলের জন্য প্রারম্ভিক মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ বেতন হিসাবে সাময়িকভাবে প্রদান করা হইতেছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও অর্থনৈতিক এই দুর্দিনে উক্ত স্বল্প পরিমাণ অর্থ দ্বারা সংসার নির্বাহ অসম্ভব বিধায় এবং বেতনক্রম নির্ধারণের আশু কোন লক্ষণ না দেখা যাওয়ায় শিক্ষক সমাজ হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। তাই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বেতনক্রম নির্ধারণ এবং বেতনক্রম নির্ধারণের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য তাঁহাদেরকে তাঁহাদের কলেজ হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ বেতনের সমপরিমাণ অর্থ মাসিক বেতন হিসাবে প্রদান করা প্রয়োজন। নবজাতীয়কৃত কলেজ শিক্ষকদের মানক্রম নির্ধারণের পূর্বেই রাতারাতি সরকারী কলেজ হইতে শিক্ষকদের প্রমোশন দিয়া জাতীয়কৃত কলেজগুলির শূন্যপদগুলিতে নিযুক্ত করা হইতেছে। ইহাতে জাতীয়কৃত কলেজগুলির প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রমোশন ও উন্নততর পদে নিযুক্তির ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিতেছে। জাতীয়কৃত কলেজসমূহের শিক্ষকদের মানক্রম নির্ধারণের পূর্ব পর্যন্ত অনুরূপ প্রমোশন ও নিযুক্তি স্থগিত রাখা একান্ত প্রয়োজন। জাতীয়কৃত কলেজগুলির অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার্থে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি নির্ধারণে অনাত্মীকৃত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের অবিলম্বে আত্মীকরণসহ এই সকল কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আগাইয়া আসার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে আকুল আবেদন জানাইতেছি।

—হাওলাদার আবদুর রাজ্জাক,
হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।